Physicians for Human Rights

যৌন নিপীড়ন, মানসিক বিপর্যয় ও অবহেলা

বাংলাদেশে শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকর্মীদের পর্যবেক্ষণভিত্তিক মন্তব্য

অক্টোবর ২০২০

আগস্ট ২০১৭। হাজার হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশের কক্সবাজারে দলে দলে পাড়ি জমাতে শুরু করে। দিনের পর দিনে হেঁটে তারা গুলির শব্দ থেকে, মৃত্যুর গন্ধ থেকে, পুড়ে যাওয়া বাড়িঘর ও জমিজমা, এবং মায়ানমার সেনাবাহিনীর সহিংসতা থেকে পালিয়ে আসে।

কয়েকদিনের মধ্যেই, খুব দ্রুত, বাঁশ ও প্লাস্টিকের তেরপল দিয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। সারা বিশ্বের সকল স্থান থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে থাকে।

রোহিঙ্গা সার্ভাইভারদের চিকিৎসা প্রদানকারী ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্স, ও মনোবিজ্ঞানীদের শোনা ঘটনার বিবরণীতে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

চোখের সামনেই পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়। পুরুষদের হত্যা করা হয় এবং নারীদের ধর্ষণ করা হয়। সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত একদল লোক মহিলাদের একটি বাড়িতে তালাবদ্ধ করে রেখে তাদের গণধর্ষণ করতে থাকে। পরিবার ও সম্প্রদায়ের সদস্যদের ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করা হয়। এই ভয়াবহতার ঘটনা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

স্বাস্থ্যকর্মীরা এই সহিংসতার ব্যাপক শারীরিক ও মানসিক প্রভাব লক্ষ্য করে। স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত কোনো পরীক্ষা করার সময়ে বা অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণের ক্ষেত্রে, শারীরিক প্রভাবসমূহ পরিলক্ষিত হয়। সার্ভাইভারদের চোখের চাহনি, অশ্রু, অজানা কারণে শরীরে ব্যথা থেকে, কয়েক মাস বা কয়েক বছর পরে, মানসিক প্রভাবসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

রোগীদের সাহায্য করার জন্য তারা নিজেদের সামর্থ্যে যা সম্ভব সবই করে, কিন্তু এই কাজের প্রতিকূলতাও যথেষ্ট রয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। সাংস্কৃতিক কলঙ্ক রয়েছে। রোগীদের সংখ্যা অনেক বেশি। যৌন নিপীড়নের শিকার সার্ভাইভারদের জন্য বিশেষভাবে কোনো সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। শরণার্থী শিবিরে ক্রমাগত যৌন হয়রানি চলছে। প্রতিকূলতার কারণে সুস্থ হতে দেরি হয়ে থাকে। প্রতিকূলতাসমূহ কষ্টকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

নৃশংস আক্রমণ ও সহিংসতার মাধ্যমে নিজেদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত হওয়ার তিন বছর পরে, ঠিক এরকমটাই হলো রোহিঙ্গা সার্ভাইভারদের যাতনার বাস্তবচিত্র।

কভার: ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বালুখালি শরণার্থী ক্যাম্পে হাঁটতে থাকা একজন রোহিঙ্গা
ছবি: দিব্যাংশু সরকার/এএফপি/গেটি ইমেজেস

কার্যকরী সারসংক্ষেপ

একজন জরুরী সেবা প্রদানকারী সেবিকা বাংলাদেশের রোহিংগা শিবিরের একটি অস্থায়ী ক্লিনিকে রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন।

২০১৭ সালের আগস্ট মাসে মায়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী (ট্যাটমাডও) দেশটির রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর এমন এক ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত আক্রমণ পরিচালনা করে যা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সঙ্গে অতীতে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের সকল নিপীড়নর মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়। জাতিসংঘ (ইউএন) সহ একাধিক মানবাধিকার সংস্থার গবেষণায় দেখা গেছে, মায়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী ধর্ষণ, গণধর্ষণ, যৌন দাসত্ব, বলপূর্বক নগ্নতা প্রদর্শন, যৌনাঙ্গ কর্তন ও যৌনাঙ্গে অন্যান্য ধরনের নিপীড়ন, যৌন হয়রানি, হুমকি এবং ধর্ষণের চেষ্টা ও যৌন হয়রানির চেষ্টা করা থেকে শুরু করে নিপীড়িত ব্যক্তিকে হত্যা করার মত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। সার্ভাইভার তথা এ সকল নিপীড়ন সহ্য করে বেঁচে যাওয়া অসংখ্য মানুষ, পরিবারের বা সম্প্রদায়ের কোনো সদস্যের ওপর ঘটতে থাকা ধর্ষণ বা যৌন হয়রানির ঘটনাকে জোরপূর্বক প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। মায়ানমার সরকারের ভাষায় বর্ণিত এই ‘ক্লিয়ারেন্স অপারেশন্স’ বা ‘নির্মূল অভিযান’ শেষে ৭২০,০০০ রোহিঙ্গা, প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। এ সকল নৃশংস ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এই ধরনের যৌন হয়রানি ছিল সাধারণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে, ভয় দেখিয়ে ও শাস্তি দিয়ে নিজেদের দেশ থেকে জোরপূর্বক উৎখাত করার উদ্দ্যেশ্যে, ট্যাটমাডও-এর সুচিন্তিত পরিকল্পনা ।

১৫ বছরের বেশি সময় ধরে ফিজিশিয়ান্স ফর হিউম্যান রাইটস্ (পিএইচআর), রোহিঙ্গা ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মায়ানমারে সংঘটিত নির্যাতনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে। ২০১৭ ও ২০১৮ সালে পিএইচআর, সার্ভাইভার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ফরেনসিক পরীক্ষার (আইনের দ্বারা নির্দেশিত উপায়ে সম্পাদিত শারীরিক পরীক্ষা) মাধ্যমে কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ তথ্য সংগ্রহ করে। উক্ত তথ্যের দ্বারা, ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে গুরুতরভাবে মানবাধিকর লঙ্ঘনের ঘটনা প্রমাণিত হয়।

কিছু কিছু গবেষণায় ডাক্তার, নার্স, মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী- অর্থাৎ, বাংলাদেশে এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানকর্মীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষেরা কী ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়েছে তার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরার জন্য পিএইচআর এই স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

২০১৭ সালের আগস্ট মাসের পর থেকে বাংলাদেশে অবস্থানরত এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা আছে এমন বিভিন্ন বিষয়ের মোট ২৬ জন স্বাস্থ্যকর্মীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে পিএইচআর। এ সকল সাক্ষাৎকার থেকে মায়ানমার ছেড়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীরা- যাদেরকে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের পরে বাংলাদেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়- তারা ঠিক কী ধরনের শারীরিক আঘাত ও পরিস্থিতির শিকার হয়েছে সেই সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর্মীদের ধারণা ও মতামত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে; এক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর পরিচালিত যৌন নিপীড়নের ঘটনা সর্বত্রই ঘটেছিল এবং সকল স্থানে মোটামুটি একই ধরনের নির্যাতন চালানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া তথ্য, সশস্ত্র বাহিনী ও ইউনিফর্ম পরিহিত বিভিন্ন সংস্থার সদস্যদের দ্বারা ঘটিত যৌন নিপীড়নের সুষ্ঠু প্রমাণ যোগাড়ে সহায়ক ছিল, যা অন্যান্য অনেক সংবাদে প্রচারিত তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল ।

‘ সে কাঁদতে শুরু করে এবং মায়ানমারের সেনাবাহিনী কর্তৃক তার ধর্ষিত হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বলে।‘

২০১৭ সালে একটি কুতুপালং ক্যাম্পে একটি আউটপেশেন্ট ক্লিনিকে কর্মরত একজন নার্স

২০১৭ সালের আগস্ট মাসে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মায়ানমারে সংঘটিত ‘নির্মূল অভিযান‘ নামক সর্বত্র পরিচালিত ও সুপরিকল্পিত যৌন নিপীড়নের মূল সংঘটক ছিল দেশটির সশস্ত্র বাহিনী, ট্যাটমাডও- এই অভিযোগের সত্যতাও পিএইচআর কর্তৃক সংগৃহীত, স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

এই গবেষণার অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যকর্মীদের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, গণধর্ষণ, যৌন হয়রানি ও আত্মমর্যাদা লঙ্ঘনের অন্যান্য কর্মকাণ্ড এবং যৌন নিপীড়নসহ অন্যান্য সহিংস আচরণের কথা তাদের কাছে আসা সকল রোগীই উল্লেখ করে। আর তারা আরও জানায়, এ কাজগুলো ট্যাটমাডও-এর সদস্যরাই করেছিল।

পিএইচআর-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সকল স্বাস্থ্যকর্মীই সার্বজনীনভাবে- মহিলা, মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, ‘হিজরা‘ (‘তৃতীয় লিঙ্গ‘ বা জেণ্ডার ফ্লুইড) ও ট্রান্সজেণ্ডার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মায়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক নিপীড়নের প্রমাণ পেয়েছে, বা এই ধরনের নিপীড়ন সম্পর্কে জানতে পেরেছে বলে উল্লেখ করে। পিএইচআর-এর সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া সকল স্বাস্থ্যকর্মীই, রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সংঘটিত এই ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে পরিলক্ষিত শারীরিক ও মানসিক প্রভাব সম্পর্কেও জানায়। তারা এটাও লক্ষ্য করে, বাংলাদেশের জনকল্যাণমূলক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদের অপর্যাপ্ততার কারণে তারা ওইসব নিপীড়নের এই সামগ্রিক এবং গুরুতর শারীরিক ও মানসিক প্রভাবের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অক্ষম ছিল।

স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান, ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের নিয়ম-বিরোধী হলেও, স্ত্রীরোগ বিষয়ক সমস্যা বা গর্ভকালীন সেবা প্রদানসহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রয়োজনে, ধর্ষণের ফলে নিপীড়িত ব্যক্তির শরীরে প্রাপ্ত আঘাতের চিহ্ন এবং যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত রোগীর অন্যান্য তথ্য বেশিরভাগ সময়েই প্রকাশ করা হতো। তাদের কাছে আসা রোগীদের আচার-আচরণ ও মানসিক স্বাস্থ্যের কথা পর্যালোচনা করে স্বাস্থ্যকর্মীরা আরও জানান, এই ধরনের যৌন নিপীড়ন ও অন্যান্য বিষয়ের লঙ্ঘনের ফলে ভুক্তভোগীদের মনে গভীর ও দীর্ঘকালীন প্রভাব পরে; ঘটনার সময়কালের পর বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত এই মানসিক আঘাতের প্রভাব দেখা যায়। এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপকভাবে প্রয়োজনীয় ও অপর্যাপ্ত মানসিক স্বাস্থ্য সেবার কথা সাক্ষাৎকার দেওয়া স্বাস্থ্যকর্মীরা বারবার উল্লেখ করে।

সর্বশেষে, বিশেষত যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক বিভিন্ন নিপীড়ন এবং এ সম্পর্কিত মানসিক সমস্যা বিষয়ে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা কী কী ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়, সে কথাও স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের সাক্ষাৎকারে তুলে ধরে। এ সকল বাধার মধ্যে রয়েছে যৌন নিপীড়ন পরবর্তী শারীরিক ও মানসিক অবস্থার জন্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়েজনীয় যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার অভাব, মানসিক স্বাস্থ্যসেবার সীমিত ব্যবস্থা, সেবা প্রদানকর্মীদের কাজের চাপ, রোগীদের গোপনীতা রক্ষার বিষয়, এবং সামাজিক কলঙ্ক। এ সকল বাধার কারণে রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ কমে যায়, সুস্থ হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগে, এবং এই বাধা, মায়ানমার সরকারের সহিংস অভিযানের কারণে প্রাপ্ত মানসিক কষ্টকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে।

রোহিঙ্গাদের অভিজ্ঞতা খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এমন স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া বিবরণ, রোহিঙ্গা সার্ভাইভারদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে- তাদের নিরাপত্তা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা, এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান- এর ওপর যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক নিপীড়নের প্রভাবকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছে এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর যৌন নিপীড়নের চলমান প্রভাবকেও তুলে ধরেছে। যৌন নিপীড়নের সঙ্গে জোরালোভাবে জড়িত সামাজিক কলঙ্কের কারণে এবং নিজ মাতৃভূমি থেকে অপসারিত হওয়ার পরে এখনো পর্যন্ত পুনর্বাসন বা প্রতিবিধানের ব্যাপক সীমাবদ্ধতা তাদের অসহায়ত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলায়, সার্ভাইভারদের এই কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতাও বহুগুণে বেড়ে যায়।

শরণার্থী ক্যাম্পের হেলথ্ সেন্টারের জরুরী কক্ষে একজন রোহিঙ্গা রোগীকে সেবা দিচ্ছেন একজন চিকিৎসক

রোহিঙ্গাদের প্রতি ন্যায়বিচারের প্রাথমিক ধাপ হবে, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাদের প্রাপ্য মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান। যেহেতু মায়ানমার সরকার এখনও রোহিঙ্গাদের সঙ্গে তিন বছর ধরে চলতে থাকা সহিংসতার কোনো রকম বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত শুরু করেনি , কাজেই রোহিঙ্গাদের সেবা প্রদানকারী বাংলাদেশের স্বাস্থ্যকর্মীরা সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বিচারব্যবস্থার অধীনে এই গণ নৃশংসতা ও যৌন অপরাধের তদন্তের সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে এই গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে । এই রিপোর্ট তৈরির সময় রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত গুরুতর অপরাধের বিচার ও জবাবদিহিতা দাবি করে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একাধিক প্রক্রিয়া চলছে । সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায়, রোহিঙ্গাদের দাবিদাওয়া মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায়, ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, এবং, যৌন নিপীড়ন চলতে থাকার জন্য দায়ী এবং ক্ষতিপূরণমূলক, প্রতিদানমূলক ও পুনরুদ্ধারযোগ্য- দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য ও অসমতার মোকাবিলায় ভুক্তভোগীর অর্থায়নকেও আওতায় আনা উচিৎ। এই রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া তথ্য- রোহিঙ্গা সার্ভাইভার ও তাদের সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী বিভিন্ন পরিবর্তনসূচক বিচার প্রক্রিয়া সহ- আন্তর্জাতিক বিচার ও জবাবদিহিতার প্রয়োজনের বিষয়ে আরও গুরুত্ব প্রদান করে [৪]।

‘ আমি বলব যে সবাই। আমরা যাদের দেখেছিলাম, ঐ সহিংসতার কারণে তারা সকলেই কষ্ট পাচ্ছিলো।... আমার মনে হয় না আমরা কাউকেই সুস্থ অবস্থায় দেখেছিলাম।‘

২০১৭ সালে কক্সবাজারে কর্মরত একজন নার্স

সুপারিশ/পরামর্শ

এই রিপোর্টে প্রাপ্ত তথ্য- বিশেষত: মায়ানমারে থাকাকালে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে ঘটা যৌন নিপীড়নের মাত্রা, নৃশংসতা ও প্যাটার্ন, বাংলাদেশে ক্রমাগত ঘটতে থাকা অন্তরঙ্গ সঙ্গী কর্তৃক নিপীড়ন, এবং চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে কঠিনতম প্রতিকূলতা- জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুসংঘবদ্ধ বিচার-ব্যবস্থার দাবিদার। যেহেতু মায়ানমার সরকার, রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা প্রদান ও নৃশংসতারোধে এর দায়িত্ব পালনে বারবার ব্যর্থ হয়েছে, সুতরাং, সার্ভাইভারদের জরুরী প্রয়োজনে কার্যকরী, দীর্ঘ-মেয়াদী চিকিৎসা সেবা, ভুক্তভোগীকে কেন্দ্র করে পরিচালিত বিচার ব্যবস্থা, এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থা ও পুনরায় সংঘটন প্রতিহত করার নিশ্চয়তা প্রদানে আরও জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি এখন অন্যান্য রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার দায়িত্ব। সার্ভাইভারদের জন্য ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থার সহায়তায়, অন্যান্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার আইনী বিধিনিষেধ ও দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে, পিএইচআর, নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহের প্রতি জরুরী ও তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনার আহ্বান জানাচ্ছে:

মায়ানমার সরকারের প্রতি:

- যুদ্ধের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে যৌন নিপীড়নের প্রয়োগ সহ ট্যাটমাডও- এর বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সকল অভিযোগের দ্রুত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ অপরাধমূলক তদন্ত শুরু করা।
- ট্যাটমাডও ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যৌন নিপীড়নসহ সকল প্রকার অপরাধের মাত্রা ও তাৎপর্যকে স্বীকার করে নেওয়া এবং মানবতা লঙ্ঘনকারী সকল অপরাধীর স্বাধীন গণ আদালতে শাস্তির ব্যবস্থা ও ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।
- আন্তর্জাতিক আইনের বিধিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, রোহিঙ্গাসহ সকল জাতিগত গোষ্ঠীর মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য জরুরীভিত্তিতে আইনের সংস্কার সাধন করা।
- নাগরিকত্ব প্রদান, ঘরবাড়ি ও জমিজমার পুনরুদ্ধারের নিশ্চয়তা প্রদানসহ- দৃঢ় ও সুপরিকল্পিত উপায়ে তাদের মানবাধিকার নিশ্চিত করে, এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধে আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি প্রদান করে- রোহিঙ্গা সার্ভাইভারদের জন্য নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা দেওয়া।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি:

- মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থাসহ যৌন নিপীড়নের শিকার রোহিঙ্গা সার্ভাইভারদের জন্য যথার্থ চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করা।
- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য আইনী সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, শরণার্থী হিসেবে রোহিঙ্গাদের দ্রুত আইনগত মর্যাদা ও সরকারি সনদ প্রদান করা, এবং যে কোনো ধরনের প্রত্যাবর্তন বা স্থানান্তরের পরিকল্পনা যেন নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও স্বেচ্ছায় ঘটে তা নিশ্চিত করা।
- তদন্ত পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহের জন্য অনুমতি নিশ্চিত করাসহ, মায়ানমারে, রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সংঘটিত যৌন নিপীড়নসহ অন্যান্য সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের তদন্তে সহায়তা করা।
- রোহিঙ্গা সার্ভাইভাররা যেন পর্যাপ্ত সুরক্ষা এবং শারীরিক ও সাইকোসোশ্যাল চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি ও বৈবাহিক সম্পর্কে নিপীড়নের প্রতিরোধ ও তদন্ত ত্বরান্বিত করতে বাড়তি উদ্যোগ গ্রহণ করা।

জনকল্যাণমূলক, দাতা সংস্থা ও স্থানীয় সেবাদাতাদের প্রতি:

- মায়ানমারের 'নির্মূল অভিযান'-থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রাপ্ত মানসিক বিপর্যয়ের কথা বিবেচনা করে, সকল রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য দ্রুত ও দীর্ঘ-মেয়াদী সাইকোসোশ্যাল ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ, যৌন নিপীড়নের সার্ভাইভারদের জন্য পরিপূর্ণ ও সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক চিকিৎসার সুযোগ বাড়ানোর জন্য কাজ করা।
- যৌন নিপীড়নের সার্ভাইভারদের জন্য ন্যায়বিচারের প্রচারণা করা এবং যারা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনী সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।
- যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক নিপীড়নের (এসজিবিভি) সুষ্ঠু রিপোর্ট ও লিপিবদ্ধকরণের জন্য যথার্থ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রচলন করা, এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা ফরেনসিক উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- স্বাস্থ্যসেবা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে- বিশেষ করে এসজিবিভি ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে- রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্যদের আরও বড় পরিসরে উপস্থিতির প্রচারণা করা।
- সার্ভাইভারদেরকে যথার্থ ও উন্নত মানের সেবাদান নিশ্চিত করার জন্য- বিশেষ করে তথ্য প্রকাশে সার্ভাইভারদের ইচ্ছার প্রতি বিবেচনা ও সম্মান দেখানোর জন্য- সকল বিষয়ের ও বিশেষ বিভাগের স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও মানসিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুর্বল জনগোষ্ঠীর– বাচ্চা, পুরুষ, লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়্যাল, ক্যুয়ার/কোয়েশ্চেনিং ও ইন্টার্সেক্স সার্ভাইভারদের মধ্যে নিপীড়নের লক্ষণ বুঝার জন্য সেবাদাতা ও অনুবাদকেরা যেন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় তা নিশ্চিত করা।
- এসজিবিভি ও সমপর্যায়ের অপরাধের শিকার সার্ভাইভারদের জন্য ন্যায়বিচারের সহায়তায়, যৌন নিপীড়নের সুষ্ঠু লিপিবদ্ধকরণের জন্য মানসম্পন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা।
- এসজিবিভি সংক্রান্ত কলঙ্ক দূর করার জন্য, কমিউনিকেশন ম্যাটেরিয়্যাল তৈরি ও ক্যাম্পেইন-এর পরিকল্পনা করা এবং রিপোর্ট করা ও বিদ্যমান চিকিৎসা ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবার অধীনে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করাকে উৎসাহিত করা।

ডা. মনিরা হোসেন, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সার্ভাইভারদের সেবাদাতা একজন স্বাস্থ্যকর্মী
ছবি: সালাউদ্দিন আহমেদ, ফিজিশিয়ান্স ফর হিউম্যান রাইটস-এর জন্য

সুপারিশ/পরামর্শ

ক্রমশ:

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি:

- যৌন নিপীড়নসহ রোহিঙ্গাদের সকল প্রকার মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক কার্যপ্রণালী নিশ্চিত করে, প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, আইনগত ও রাজনৈতিক সহায়তা দিয়ে একটি পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার ব্যবস্থা তৈরি করতে সহায়তা করা।
- ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস দ্বারা জারিকৃত নিয়মের অধীনে, রোহিঙ্গাদেরকে গণহত্যা ও অন্যান্য নৃশংস অপরাধ সংঘটন থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য মায়ানমার সরকার যেন সামর্থ্য অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয় তা নিশ্চিত করা।
- ইচ্ছাকৃতভাবে নিদারুণ যন্ত্রণা দেওয়া বা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, যৌন অপরাধ ও যৌন হয়রানি প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করাকে অমানবিক আচরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই অনুযায়ী বিচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- যৌন নিপীড়নের সার্ভাইভারদের জন্য বিচার কাঠামোর অধীনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, যেগুলো হবে পরিবর্তনযোগ্য, পুনর্বাসনমূলক ও প্রতিদানমূলক এবং এই কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক কার্যপ্রণালী নিশ্চিত করা।
- রোহিঙ্গা সার্ভাইভার ও তাদের সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী ও নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত, বিভিন্ন পরিবর্তনসূচক বিচার প্রক্রিয়া যেন, আন্তর্জাতিক বিচার ও জবাবদিহিতার প্রচেষ্টাকে সহায়তা করে তা নিশ্চিত করা।
- রোহিঙ্গাদের জন্য নাগরিকত্ব, বাহ্যিকভাবে মানবাধিকারের সুরক্ষা সহ, কেবলমাত্র, আন্তর্জাতিকভাবে নিশ্চয়তা এবং প্রত্যেকের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার নিরীক্ষণ হলে তবেই, শরণার্থীদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও স্বেচ্ছা-প্রত্যাবর্তনকে সমর্থন করা।

সূত্র নির্দেশ

1. Physicians for Human Rights, "Widespread and Systematic"; Parmar et al., "Violence and Mortality in the Northern Rakhine State of Myanmar, 2017"; Physicians for Human Rights, "The Chut Pyin Massacre: Forensic Evidence of Violence against the Rohingya in Myanmar"; UN Human Rights Council, "Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar"; Haar et al., "Documentation of Human Rights Abuses among Rohingya Refugees from Myanmar"; Messner et al., "Qualitative Evidence of Crimes against Humanity."
2. UN Human Rights Council, "Sexual and Gender-Based Violence in Myanmar and the Gendered Impact of Its Ethnic Conflicts"; Wheeler, *All of My Body Was Pain*; Chynoweth, "'It's Happening to Our Men as Well': Sexual Violence Against Rohingya Men and Boys"; Medecins Sans Frontieres, "'No One Was Left' Death and Violence Against the Rohingya in Rakhine State, Myanmar"; Patten, Statement by the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, Ms. Pramila Patten; Global Justice Center, "Discrimination To Destruction: A Legal Analysis of Gender Crimes Against the Rohingya"; Ryan, "When Women Become the War Zone."
3. UN Human Rights Council, "Sexual and Gender-Based Violence in Myanmar and the Gendered Impact of Its Ethnic Conflicts"; UN Human Rights Council, "Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar"; Beech, Nang, and Simons, "'Kill All You See': In a First, Myanmar Soldiers Tell of Rohingya Slaughter - The New York Times."
4. Wheeler, *All of My Body Was Pain*; UN Human Rights Council, "Sexual and Gender-Based Violence in Myanmar and the Gendered Impact of Its Ethnic Conflicts"; UN Human Rights Council, "Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar"; Patten, Statement by the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, Ms. Pramila Patten; Chynoweth, "'It's Happening to Our Men as Well': Sexual Violence Against Rohingya Men and Boys"; Gelineau, "Rohingya Methodically Raped by Myanmar's Armed Forces"; Medecins Sans Frontieres, "'No One Was Left' Death and Violence Against the Rohingya in Rakhine State, Myanmar"; Ryan, "When Women Become the War Zone"; Global Justice Center, "Discrimination To Destruction: A Legal Analysis of Gender Crimes Against the Rohingya"; Sultana, "Rape by Command. Sexual Violence as a Weapon against the Rohingya."
5. Aljazeera, "Myanmar Finds War Crimes but No Genocide in Rohingya Crackdown"; Human Rights Watch, "Myanmar's Investigative Commissions: A History of Shielding Abusers."
6. Morse, "Documenting Mass Rape"; The Office of the Prosecutor, International Criminal Court, "Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes"; Van Shaak, Beth, "Obstacles on the Road to Gender Justice: The International Criminal Tribunal for Rwanda as Object Lesson"; Nu and Quadrini, "Myanmar's Justice System Is Failing Survivors of Sexual Violence"; AFP, "Rape in Myanmar Is 'Silent Emergency.'"
7. Office of the Prosecutor, Situation in the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar; International Court of Justice, "Press Release: The Republic of The Gambia Institutes Proceedings against the Republic of the Union of Myanmar and Asks the Court to Indicate Provisional Measures"; International Court of Justice, "Press Release: The Court Indicates Provisional Measures in Order to Preserve Certain Rights Claimed by The Gambia for the Protection of the Rohingya in Myanmar"; Khin, "Complainant Files a Criminal Complaint of Genocide and Crimes against Humanity Committed against the Rohingya Community in Myanmar--Universal Jurisdiction"; Bensouda, "Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, Following Judicial Authorisation to Commence an Investigation into the Situation in Bangladesh/Myanmar."
8. "We, the Rohingya, Can't Wait for Justice from Faraway Courts"; "The International Court of Justice and the Rohingya"; Gorlick, "The Rohingya Refugee Crisis, International Justice, and Rethinking Solutions."

PHR

Physicians for Human Rights

বিশ্বজুড়ে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করা এবং সেসব ঘটনার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পিএইচআর ৩০ বছর যাবৎ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রদত্ত নিশ্চিতভাবে নির্ভরযোগ্য স্বাক্ষ্য ব্যবহার করেছে। ল্যান্ডমাইন-এর অভিশাপ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে পিএইচআর, যার কাজ নোবেল শান্তি পুরস্কারের মাধ্যমে স্বীকৃত, নিজস্ব তদন্তপ্রক্রিয়া ও দক্ষতা প্রয়োগ করে লাঞ্ছিত স্বাস্থ্যকর্মী ও সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের পক্ষে দাঁড়ানো, নির্যাতন প্রতিরোধ, গণ নৃশংসতার ঘটনা লিপিবদ্ধ, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করেছে।

phr.org

১৯৯৭ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার যৌথভাবে অর্জন